সংবাদ

তারিখ ... 29 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৬ ...

রাউজানের কদলপুর আইডিয়াল হাইস্কুলের আগুনে পুড়ে যাওয়া শ্রেণীকক্ষ -সংবাদ

রাউজানে দুষ্কৃতকারীদের আগুনে স্কুল ভস্মীভূত

এলাকায় ক্ষোভ, প্রতিবাদ

প্রতিনিধি, রাউজান (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় গত শনিবার দুষ্কৃতকারীদের আগুনে ভস্মীভূত হল কদলপুর আইডিয়াল হাই স্কুল । দুস্কৃতিকারীদের দেওয়া আগুণে স্কুলের বর্ধিতাংশের বেড়া ও টিনশেডের স্কুলটির ৬টি কক্ষ, টুল, ব্যাঞ্চ, আসবাবপত্রসহ পুরো স্কুলটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এতে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ ১২ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মুসলিম উদ্দিন চৌধুরী। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, জড়ো হওয়া একদল শিক্ষার্থী ফেল ফেল করে তাকিয়ে আছে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির দিকে। কারো মুখ গুমোট। কারো মুখে আপসোসের সুর। প্রতিষ্ঠানটিকে তিল তিল করে যারা গড়ে তোলেছেন তাদের মাথায় পড়েছে হাত। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি থেকে শুরু করে সাধারন মানুষের মনে জন্মেছে ক্ষোভের আগুন। স্কুল পুড়ে দেয়ার ঘটনায় কদলপুরের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে। এই ঘটনার নিন্দা ও দুষ্কৃতকারীদের বিচার দাবি জানিয়ে হাফেজ বজলুর রহমান সড়কে প্রতিবাদ সভা করেছে স্কুল কমিটি, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনসাধারন। ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্কুলের নাইট গার্ড নুর হোসেন জানান, সে শনিবার ভোরে স্কুলে এসে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা করা শুরু করে। সকাল ৬টার দিকে স্কুলের পেছনে ঝাড়ু দিতে গেলে শুনতে পায় বিকট একটি শব্দ। এরপর দৌড়ে এসে দেখে স্কুলের ৬ কক্ষের ঘরটি সম্পূর্ণ পুড়ে যাচ্ছে। জনগণ আগুন নেভানোর চেষ্টা করার আগেই স্কুলটি সম্পূর্ণ পড়ে ছাই হয়ে যায়। স্কুলের পরিচালক জসিম উদ্দিন বলেন 'বেড়া ও টিনশেডের স্কুল কক্ষটি পুড়ে যাওয়ার ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ১২ লাখ টাকার সম্পদ।' তিনি আরো বলেন 'শুক্রবার রাতের অধিকাংশ সময় বজ্রবৃষ্টি হয়েছে। একারনে স্কুল ঘরও ভেজা ছিল। ধারনা করা হচ্ছে কোন পদার্থ ব্যবহার করে কোন শত্রুপক্ষ স্কুল ঘরটি পুড়ে দিয়েছে।'

কদলপুর ইউপি চেয়ারম্যান তসলিম উদ্দিন চৌধুরী বলেন 'স্কুলের সাথে পার্শ্বস্থ সামান্য ভূমি নিয়ে এবং পাশের গরুর ব্যবসায়ীদের সাথে বিরোধ রয়েছে। জায়গার বিরোধ নিয়ে শনিবার সকাল ১০টায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও বিরোধীয় পক্ষের সাথে বৈঠকের কথা ছিল। হয়তো কোন শত্রুপক্ষ স্কুল আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।' স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন '২০০০ সালে স্কুলটি তিল তিল করে গড়ে তোলা হয় এলাকার নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে।

পরবর্তিতে স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সমস্যার কারনে বর্ধিতাংশটি করতে এলাকাবাসীর সাহায্যে নেয়া হয়। এমনকি ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা নিজেরাই শ্রম দিয়ে বর্ধিতাংশটি গড়ে তোলেন। কিন্তু শিক্ষার এই পবিত্র স্থানটির কুদৃষ্টি পড়েছে কিছু দুস্কৃতিকারীর। আমরা এই ঘটনা তদন্ত ও দায়ীদের সুষ্ঠ বিচার দাবি জানাচ্ছি। আমরা এখন স্কুলের বর্তমান ঘরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।' স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী রেখা, একই শ্রেণীর ছাত্রী রিমি ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী পুষ্পিতা বলেন 'প্রতিদিনের চেনাজানা স্কুলটি পুড়ে যাওয়ার দৃশ্যে দেখে খারাপ লাগছে।' এদিকে স্কুল পুড়ে দেয়ার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগীসহ এলাকার সাধারন মানুষ।

এর প্রতিবাদে গতকাল শনিবার সকালে স্কুল পার্শ্ববর্তি হাফেজ বজলুর রহমান সড়কে প্রতিবাদ সভা করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মফিজুল আলম চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধ হাশেম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সরোয়ার আলম চৌধুরী, মোবারক শাহ চৌধুরী, জসিম উদ্দিন, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য্য, মাওলানা খালেদ আনছারী, মুরাদুল হক চৌধুরী মেম্বার, ফরহাদুর রহমান চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক অনিল কৃষ দাশ, কমল চক্রবর্তী মেম্বার, শাহজাদা মাকসুদ শাহ প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন পারিপার্শ্বিক শত্রুতা থাকতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র সহ্য করার মতো নয়। কদলপুরে শিক্ষা বিস্তারে কদলপুর আইডিয়াল হাই স্কুল ইতিমধ্যে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। বক্তারা এই ঘটনার সুষ্ট তদন্তপূর্বক দোষীদের বিচারের দাবি জানান। উল্লেখ্য, গত ২০০০সালে এলাকার কিছু শিক্ষা উৎসাহী মানুষ নিজেদের শ্রম ও অর্থে স্কুলটি গড়ে তোলে। বর্তমানে এ স্কুলে ৬শ শিক্ষার্থী ও ২০জন শিক্ষক রয়েছে।